প্রথম আলো

তারিখ 14 MAR 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

# ২০০ কক্ষের মধ্যে ৮৬টিই 'দখল' করেছে ছাত্রলীগ

## জগন্নাথ হলের সন্তোষচন্দ্র ভবন

আহমেদ জায়িফ •

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রলীগের কর্মীরা নবনির্মিত আটতলা সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ভবনের ২০০ কক্ষের মধ্যে ৮৬টি কক্ষই দখল করে নিয়েছেন। এতে বরাদ্দ পেয়েও অনেক সাধারণ শিক্ষার্থী নিজের আসনে উঠতে পারছেন না।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্রাধ্যক্ষ ছাত্রলীগের কর্মীদের 'সমঝোতার ভিত্তিতে' কক্ষগুলো দিয়েছেন। প্রাধ্যক্ষ বলেছেন, ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁকে অবরুদ্ধ করে কক্ষগুলোর চাবি নিয়ে গেছেন। অন্যদিকে ছাত্রলীগের অভিযুক্ত নেতা-কর্মীরা অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করেছেন।

জগন্নাথ হলে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রলীগের কমিটি নেই। তবে সংগঠনটির কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এমন নেতা-কর্মীদের চারটি পক্ষ রয়েছে। সাধারণ ছাত্ররা বলছেন, কক্ষ 'দখলে' সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় চারটি পক্ষ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অরুণ সরকারের পক্ষ ২৩টি, সঞ্জীব বিশ্বাসের পক্ষ ২১টি, সুপ্রিয় রাজেশের পক্ষ ২১টি ও অনুপম কুণ্ডু ওরফে দীপের পক্ষ ২১টি কক্ষ দখল করেছে। পক্ষগুলোর অনুসারীদের ইতিমধ্যে এই সব কক্ষে জায়গা দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ পাওয়া আসন নিয়ে কথা বলায় কয়েকজন সাধারণ শিক্ষার্থীকে মারধর করেছেন এই ছাত্রলীগের কর্মীরা।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলেন, ছাত্রলীগের কর্মীরা কক্ষ দখল করার পর হল কর্তৃপক্ষ এই একই কক্ষে তাঁদেরও আসন বরাদ্দ দেয়। কিন্তু কক্ষে উঠতে গেলে ছাত্রলীগের ওই কর্মীরা বাধা দেন। একটি বিছানায় একজন থাকার কথা থাকলেও দুজনকে থাকতে বাধ্য করা হয়।

সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ভবনে প্রতি কক্ষে চারজন করে ২০০ কক্ষে ৮০০ ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। গত বছরের নভেম্বরে ভবনটি উদ্বোধনের পর হল কর্তৃপক্ষ আসন বরাদ্দের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে আবেদন আহ্বান করে। এক হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে। কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ৯৩৪ জনকে বাছাই করে। মূলত ঝুঁকিপূর্ণ পুরোনো সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ভবনের ছাত্রদের পুনর্বাসনের জন্য ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে।

হল সূত্রে জানা যায়, আসনের চেয়ে আবেদন বেশি হওয়ায় স্নাতকোত্তর, চতুর্থ ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের প্রতিটি বিছানায় একজন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের প্রতিটি বিছানায় দুজন করে বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। সে অনুযায়ী নিচতলা ও অষ্টম তলায় স্নাতকোত্তর এবং সপ্তম ও ষষ্ঠ তলার অর্ধেক চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের বরাদ্দ দেওয়া হয়। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের এই চারটি পক্ষের কর্মীরা এক হয়ে প্রাধ্যক্ষের কাছে যান এবং অন্য কয়েকটি তলার ৮৬টি কক্ষের চাবি জোর করে নিয়ে আসেন।

আসন না পাওয়া তৃতীয় বর্ষের কয়েকজন ছাত্র প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের হল থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বেণীলাল মজুমদার ও ফার্মেসি বিভাগের ছাত্র পীযূষ মধুকে পুরোনো ভবনের কক্ষে নিয়ে মারধর করা হয়।

প্রথম আলোর পক্ষ থেকে গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগের চার পক্ষের মধ্যে তিনটির নেতৃত্বদানকারীদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে অনুপম কুণ্ডু বলেন, 'কক্ষ দখলের কোনো ঘটনাই ঘটেনি। শিক্ষার্থীরা কর্তৃপক্ষের বরাদ্দমতোই হলে উঠেছেন।'

অরুণ সরকার বলেন, হল কর্তৃপক্ষ তাঁর পক্ষের যেসব কর্মীকে আসন বরাদ্দ দিয়েছে, তিনি তাঁদের চাবি আনতে গিয়েছিলেন। সঞ্জীব বিশ্বাসও বলেন, তাঁর কর্মীরা কোনো কক্ষ দখল করেননি।

ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেহেদী হাসান মোল্লা বিষয়টি জানেন না দাবি করে বলেন, 'এ রকম কিছু ঘটে থাকলে হল প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।'

এ বিষয়ে প্রাধ্যক্ষ অজয় কুমার দাস প্রথম আলোকে বলেন, 'ছাত্রলীগের কর্মীরা আমাকে দুই ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। বিষয়টি উপাচার্য ও প্রক্টরকে জানাই। কিন্তু তাঁরা কোনো পদক্ষেপ নেননি। এরপর বাধ্য হয়ে চাবি দিয়ে দিই।'